গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.৯৯.০০৩.১৯-৩৯

তারিখঃ ১৩ মাঘ ১৪২৭ ব.
২৭ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি.

বিষয়ঃ মহামান্য হাইকোর্টের সিভিল রিভিশন নং- ৩২৬৩/২০১৩ মামলার ০২/০৩/২০২০ খ্রি. তারিখের রায়/আদেশ অনুযায়ী নরসিংদী জেলার সদর উপজেলাধীন 'ইউ.এম.সি দাখিল মাদ্রাসা'র সহকারী শিক্ষক পদে জনাব সেলিনা আকতার-কে এমপিওভুক্তকরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

সূত্রঃ (১) মাউশিঅ'র স্মারক নং- ওএম-৫৯ বি:/০৯/২১৪/২-বিশেষ, তারিখ: ১১/০১/২০১০খ্রি
(২) তদন্ত কর্মকর্তা দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন তারিখ: ১৬/০২/২০১০খ্রি.
(৩) জেলা শিক্ষা অফিসার নরসিংদী'র স্মারক নং-জে:শি:অ:/নর:/২০০৪/৩০০, তারিখ: ২০/০৫/২০০৪খ্রি
(৪) ডিআইএ এর স্মারক নং-ডিআইএ/নরনিংদী/৪৪১৫-এম/ঢাকা:৩২৫, তারিখ: ২৪/০৭/২০১৬খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নরসিংদী জেলার সদর উপজেলাধীন 'ইউ এম সি দারুস সুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা' কর্তৃপক্ষ (ইউএনও কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্র) কর্তৃক গত ১৫/০৫/০৪ খ্রি. তারিখে জনাব সেলিনা আকতার-কে সহকারী শিক্ষিকা (বাংলা) পদে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং ১৬/০৫/০৪ খ্রি. তারিখে জনাব সেলিনা আকতার সহকারী শিক্ষিকা পদে যোগদান করেন মর্মে তৎকর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের সংলগ্নী হতে স্পষ্ট হয়।

২। উক্ত প্রতিষ্ঠানে জনাব সেলিনা আকতার সহকারী শিক্ষিকা পদে যোগদান করলেও তাঁকে মে/২০০৪ মাসে এমপিওভুক্ত করা হয় জুনিয়র শিক্ষক হিসেবে এবং সহকারী শিক্ষক হিসেবে এমপিওভুক্ত হন জনৈক জনাব সেতারা বেগম নামীয় ব্যক্তি-কে যা এমপিও শীটে দেখা যায়।

৩। সহকারী শিক্ষিকা পদে ১০ নং গ্রেডে/কোডে (ভুলক্রমে ১০ লেখা হয়েছে মূলত ১১ নং হবে) নিয়োগপ্রাপ্ত ও যোগদান করলেও জুনিয়র শিক্ষক (১৬ নং গ্রেডে/কোডে) হিসেবে এমপিওভুক্ত করার বিষয়টি তদন্ত করার জন্য জনাব সেলিনা আকতার কর্তৃক ডিজি, মাউশিঅ বরারব আবেদন করা হয় মর্মে মাউশিঅ'র ১১/০১/২০১০খ্রি. তারিখের সূত্রোক্ত (১) পত্র হতে প্রতীয়মান হয়।

৪। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে জনাব সেলিনা আকতার-এর ১০ নং গ্রেডে (ভুলক্রমে ১০ লেখা হয়েছে মূলত ১১ নং হবে) এমপিওভুক্তির যথাযথ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ১৬ নং গ্রেডে/কোডে এমপিওভুক্ত করার অভিযোগের বিষয়টি সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য অধ্যক্ষ, নরসিংদী সরকারী কলেজ, নরসিংদী-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে মাউশিঅ হতে ১১/০১/১০ খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (১) নং স্মারকে অফিস আদেশ জারি করা হয়।

৫। তৎপ্রেক্ষিতে তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ২০/০১/২০১০খ্রি. তারিখে বিষয়টি তদন্তপূর্বক জেলা শিক্ষা অফিসার, নরসিংদী কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য এবং প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত সুপারের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করে গত ১৬/০২/২০১০খ্রি. দাখিলকৃত সূত্রোক্ত (২) নং প্রতিবেদনে জনাব সেলিনা আকতার এবং জনাব সেতারা বেগম এর বিষয়ে তথ্যাদি নিম্নরূপভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-

(i) গত ১৪/০৪/২০০৪খ্রি. তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের নিমিত্ত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে সহকারী শিক্ষক-০২ জন, শিক্ষাগত যোগ্যতা বি.এ। জুনিয়র শিক্ষক ০১ জন শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠনের ভারপ্রাপ্ত সুপার, কর্তৃক সরবরাহকৃত জনাব সেলিনা আকতার এর নিয়োগ পত্রে জুনি: সহকারী শিক্ষিকা (বাংলা) উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বেসরকারী মাদ্রাসার জনবল কাঠামো-তে জুনি: সহকারী শিক্ষক পদ নেই মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উল্লেখ করা হয়েছে।

(ii) জনাব সেলিনা আকতার এর কাছে জুনি: সহকারী শিক্ষিকা (বাংলা) পদের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান যে, নিয়োগ লাভের পরে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তার কাছ থেকে নিয়োগ পত্র চেয়ে ফেরত নিয়ে পরে সহকারী শিক্ষিকা এর আগে জুনি: শব্দটি লিখে দেন।

(iii) জেলা শিক্ষা অফিসার (ডিইও) কর্তৃক সরবরাহকৃত নিয়োগ রেজ্যুলেশন কপিতে সহকারী শিক্ষক পদে মোট ০৭ (সাত) জন অংশগ্রহণকারী পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত নিয়োগ রেজ্যুলেশন কপিতে সহকারী শিক্ষক পদে মোট ০৮ (আট) জন অংশগ্রহণকারী দেখা যায়। উভয় রেজ্যুলেশনের ০৪ নং ক্রমিকে জনাব সেলিনা আকতার এর নাম রয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান হতে দেয়া রেজ্যুলেশনের ০৮ নং ক্রমিকের প্রার্থী জনাব সেতারা বেগম অথচ ডিইও কর্তৃক সরবরাহকৃত রেজ্যুলেশনে সেতার বেগম এর নাম নেই মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন।

(iv) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত নিয়োগ রেজ্যুলেশন কপিতে জুনিয়র শিক্ষক পদে মোট প্রার্থী সংখ্যা ০৫ (পাঁচ) জন। উক্ত প্রার্থী তালিকার এখানে ০৫ নং প্রার্থী হিসেবে জনাব সেলিনা আকতার এর নাম রয়েছে। অথচ জেলা শিক্ষা অফিসার (ডিইও) এর কাছ থেকে প্রাপ্ত রেজ্যুলেশন কপিতে ০৪ (চার) জন প্রার্থীর নাম। এ কপিতে জনাব সেলিনা আকতার এর নাম নেই। অর্থাৎ জনাব সেলিনা আকতার জুনিয়র শিক্ষক পদে প্রার্থী ছিল না মর্মে তদন্ত কর্মকর্তার মন্তব্য হতে স্পষ্ট হয়।

(v) ডিইও এর কাছ থেকে প্রাপ্ত টেবুলেশন শীটের কপিতে সহকারী শিক্ষক পদে জনাব খন্দকার খালেকুজ্জামান ৪১.৪০ গড় নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে এবং জনাব সেলিনা আকতার ৩৭.২০ গড় নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছে। এখানে জনাব সেতারা বেগম এর নাম নেই। উল্লেখ্য- নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে সহকারী শিক্ষক পদ ০২টি উল্লেখ রয়েছে।

(vi) একই বিষয়ে প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত টেবুলেশন শীটের ফটোকপিতে সহকারী শিক্ষক পদে জনাব খন্দকার খালেকুজ্জামান ৪১.৪০ গড় নম্বর পেয়ে (প্রথম হয়েছে) এবং জনাব সেতারা বেগম ৩৯.৪০ গড় নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন এবং জনাব সেলিনা আকতার গড় ১৯ নম্বর পেয়েছেন মর্মে উল্লেখ রয়েছে। এরূপ বৈপরীত্য কিভাবে হয়েছে তা জানতে চাইলে সুপার কিছুই জানেন না মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ

(vii) ২০০৪ সালে ইউ এম সি দারুস সুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা'র শিক্ষক-কর্মচারীগণকে এমপিওভুক্ত করার নিমিত্ত জেলা শিক্ষা অফিসার, নরসিংদী কর্তৃক ২০/০৫/২০০৪খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৩) নং স্মারকমূলে ডিজি, মাউশিঅ বরাবর অগ্রায়ণকৃত পত্রে জনাব সেলিনা আকতার-কে সহকারী শিক্ষিকা, শিক্ষাগত যোগ্যতা বি.এ এবং বেতন স্কেল ২৫৫০/-উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত অগ্রায়ণ পত্রে জনাব সেতারা বেগম-এর নাম নেই।

(viii) উল্লিখিত বিষয়াদি পর্যালোচনায়ান্তে তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত মতামত নিম্নরুপ-

"জনাব সেলিনা আকতার যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র পেয়েছেন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে যোগদানও করেছেন। সুতরাং জনাব সেলিনা আকতার একজন সহকারী শিক্ষিকা (বাংলা)। তিনি জুনিয়র শিক্ষক নন। সে জন্য জনাব সেলিনা আকতার সহকারী শিক্ষিকা হিসেবে গত ১৬/০৫/২০০৪খ্রি. তারিখ থেকে বেতন কোড/গ্রেড ১১ বা ২,৫৫০/-টাকার বেতন স্কেলের বেতন ও অন্যান্য ভাতাদি প্রদানের জন্য জোর সুপারিশ করছি। অভিযোগকারীনীর অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত"।

(ix) জনাব সেতারা বেগম এর নাম শুধু মাদ্রাসার টেবুলেশন শীটে আছে কিন্তু জেলা শিক্ষা অফিসের টেবুলেশন শীটে নেই। সে জন্য জনাব সেতারা বেগম শুধু মাদ্রাসার টেবুলেশন সিট অনুযায়ী দ্বিতীয় হলেও প্রকৃত পক্ষে এর বৈধতা থাকে না।

৬। উল্লিখিত দুর্নীতির বিষয়ে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের শিক্ষা পরিদর্শক কর্তৃক তদন্ত করে ২০/৭/২০১৬খ্রি. তারিখে একইরুপ মন্তব্য করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্তে একাধিক মামলা (রিট পিটিশন নং-১২৫০১/১৩ এবং সিভিল রিভিশন নং-৩২৬৩/১৩) চলমান আছে উক্ত মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী বাদীকে তার পদ হতে পদচ্যুতির কার্যক্রমে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার মত প্রকাশ করা হয়েছে। যা ২৪/৭/২০১৬খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৪) নং স্মারকমূলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৭। উক্ত তদন্তের পরে জনাব সেলিনা আকতার কর্তৃক সহকারী শিক্ষিকা পদে এমপিওভুক্তির বিষয়ে সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, নরসিংদীতে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-১৯০/১০ মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত মোকদ্দমার রায় বাদীর বিপক্ষে ঘোষিত হলে অতিরিক্ত জেলা জজ, নরসিংদী-তে দেওয়ানী আপীল নং-১৬৩/২০১১ দায়ের করা হয়। গত ২৩/৬/২০১৩খ্রি. তারিখে বিজ্ঞ আপীল আদালত কর্তৃক আপীল মামলাটি খারিজ আদেশ হওয়ায় বাদীনী কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে সিভিল রিভিশন নং-৩২৬৩/২০১৩ মামলা দায়ের করা হয় মর্মে দৃষ্ট হয়।

৮। অত:পর জনাব সেতেরা বেগম কর্তৃক তদন্ত কর্মকর্তার ২০/০১/২০১০খ্রি. তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে সিনিয়র সহকারী জজ আদালত নরসিংদীতে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-২৪১/১৫ দায়ের করা হয়। উক্ত মোকদ্দমাটি বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গত ৩১/১০/২০১৯খ্রি. তারিখে বাদীর প্রতিকূলে নিষ্পত্তিক্রমে খারিজ আদেশ হয়। উক্ত মামলায় সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ডিজি, মাউশিঅসহ মোট ১২ (বার) জনকে প্রতিপক্ষ করা হয়।

৯। পরবর্তীতে জনাব সেলিনা আকতার কর্তৃক দায়েরকৃত সিভিল রিভিশন নং-৩২৬৩/২০১৩ মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক গত ০২/০৩/২০২০খ্রি. তারিখে নিম্নরুপ রায়/আদেশ ঘোষণা করা হয়-

"The judgment and decree passed by the trial court as well as the appellate court are hereby set aside, Title Suit No. 190 of 2010 is hereby decreed in part and it is hereby declared that the plaintiff was appointed in the Madrasha as Assistant Teacher and she is still in the post of Assistant Teacher and she is intitled to get salary in the scale of Tk. 2550/- and entitled to get enlistment in the M.P.O in that scale as Assistant Teacher. The defendant Nos. 1-11 are hereby directed to do the needful.

১০। উল্লেখ্য-পিটিশনার জনাব সেলিনা আকতার জানুয়ারি/২০১০ সাল পর্যন্ত জুনিয়র শিক্ষক হিসেবে (১৬নং কোডে) এমপিও গ্রহণে করেছেন এবং ০১/২/২০১০ সাল হতে জুনিয়র স্কেলে (১৬ নং কোডে) এমপিও গ্রহন করেননি মর্মে আবদেনে উল্লেখ করেছেন।

১১। এক্ষণে উক্ত সিভিল রিভিশন মামলায় আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী জুনিয়র শিক্ষক হিসেবে ১৬/৫/২০০৪ হতে জানুয়ারি/২০১০ পর্যন্ত গৃহিত (১৬ নং কোডের) এমপিও অংশ কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা এবং ফেব্রুয়ারি/২০১০ হতে সহকারী শিক্ষক হিসেবে এমপিওভুক্ত করে (জা: বে: স্কেল/৯৭ এর গ্রেড নং-১১ অনুযায়ী টাকা= ২৫৫০/-) সে অনুযায়ী বকেয়াসহ এমপিও এবং ২০১৮ সাল হতে গণনা করে প্রযোজ্য টাইমস্কেল প্রদানের জন্য ডিএমই বরারব আবেদন দাখিল করা হয়েছে।

১২। (ক) যেহেতু 'ইউ এম সি দারুস সুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা' কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-তে চাহিত যোগ্যতা, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নিয়োগদান ও যোগদান পত্র, নিয়োগ কমিটির রেজ্যুলেশন, নিয়োগের টেবুলেশন শীট ইত্যাদি পর্যালোচনাক্রমে তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক জনাব সেলিনা আকতার-কে সহকারী শিক্ষিকা হিসেবে সঠিক মর্মে মতামত প্রদান করা হয়েছে এবং সহকারী শিক্ষিকা হিসেবে গত ১৬/০৫/২০০৪খ্রি. তারিখ থেকে বেতন কোড/গ্রেড ১১ বা ২,৫৫০/-টাকার বেতন স্কেলের বেতন ও অন্যান্য ভাতাদি প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়।

(খ) যেহেতু জনাব সেতেরা বেগম কর্তৃক তদন্ত কর্মকর্তার ২০/০১/২০১০খ্রি. তারিখের তদন্তের Findings এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত দেওয়ানী মোকদ্দমাও বাদীর বিরুদ্ধে নিষ্পত্তিক্রমে খারিজ হয়। যেহেতু জনাব সেলিনা আকতার কর্তৃক দায়েরকৃত সিভিল রিভিশন মামলা রায়/আদেশে বাদী (জনাব সেলিনা আকতার) -কে উক্ত মাদ্রাসায় ... appointed in the Madrasha as Assistant Teacher and she is still in the post of Assistant Teacher and she is intitled to get salary in the scale of Tk. 2550/- and entitled to get enlistment in the M.P.O in that scale as Assistant Teacher. মর্মে ঘোষণা করা হয়েছে।

(গ) যেহেতু জেলা শিক্ষা অফিস হতে জনাব সেলিনা আকতার-কে সহকারী শিক্ষক পদে এমপিওভুক্ত করার প্রস্তাব প্রেরণ করা হয় কিন্তু তাকে জুনিয়র শিক্ষক পদে এমপিওভুক্ত করা হয় এবং প্রেরিত তালিকায় জনাব সেতেরা বেগম এর নামই ছিল না তথাপি জনাব সেতেরা বেগম-কে সহকারী শিক্ষিকা পদের এমপিওভুক্ত করা হয়; এবং যেহেতু মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির কার্যক্রমটি তৎকালীন (২০০৪ সালে) মাউশিঅ এর দপ্তর হতে সম্পন্ন করা হতো সেহেতু এর সাথে ডিজি, মাউশিঅ এর সংশ্লিষ্ট শাখার জনবলসহ প্রতিষ্ঠানে সুপার ও জনাব সেতেরা বেগমও (তর্কিত ব্যক্তি) জড়িত মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(ঘ) যেহেতু উল্লিখিত সকল পর্যালোচনায় প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত জনাব সেতেরা বেগম এর প্রতিকূলে এবং জনাব সেলিনা আকতার এর অনুকূলে (তদন্ত প্রতিবেদন এবং আদালত কর্তৃক) প্রমাণিত হয়েছে সেহেতু উক্ত সিভিল রিভিশন মামলার পিটিশনার তথা আবেদনকারী জনাব সেলিনা আকতার-কে সহকারী শিক্ষক পদে এমপিওভুক্ত করাসহ উক্ত প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন সুপার এবং তৎকালীন মাউশিঅ এর সংশ্লিষ্ট শাখার (বিশেষ শাখা) কর্মকর্তা-

১৩। এক্ষণে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে-

(ক) নরসিংদী জেলার সদর উপজেলাধীন 'ইউ এম সি দারুস সুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা'য় জনাব সেলিনা আকতার-কে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ ও জুনিয়র শিক্ষক পদে এমপিওভুক্তকালীন (১৪/০৪/২০০৪ হতে মে/২০০৪) কর্মরত সুপারের বিরুদ্ধে "বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা, ২০১৮ (২৩/১১/২০২০খ্রি. পর্যন্ত সংশোধিত) এর ১৮.১ (ঙ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(খ) অবৈধভাবে নিয়োগ ও এমপিওভুক্ত হওয়া জনাব সেতেরা বেগম এর এমপিও বন্ধকরণসহ চাকুরীচ্যুত করা;

(গ) **এ ধরণের ভূয়া তথ্যের ভিত্তিতে (নিয়োগপ্রাপ্ত না হয়েও) এবং জেলা শিক্ষা অফিস হতে অগ্রায়ণ না হওয়া সত্তেও মাউশিঅ কর্তৃক ভূয়া এমপিওভুক্ত করণের সাথে সংশ্লিষ্ট {তৎকালীন (১৪/০৪/০৪ হতে মে/০৪) বিশেষ শাখার} কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা;**

(ঘ) সিভিল রিভিশন নং-৩২৬৩/২০১৩ মামলার রায়/আদেশ অনুযায়ী পিটিশনার ও তদন্তে প্রমাণিত বৈধ সহকারী শিক্ষিকা জনাব সেলিনা আকতার-কে অক্টোবর/২০২০ (ডিজি, ডিএমই বরারব আবেদন দাখিলের পরবর্তী) মাস হতে সহকারী শিক্ষিকা পদে (আদালতের নির্দেশনার আলোকে ২৫৫০/- টাকার বর্তমান প্রযোজ্য গ্রেডে) এমপিওভুক্ত করা;

(ঙ) বৈধ শিক্ষক হিসেবে সেলিনা আকতার-কে এমপিওভুক্তির কার্যক্রম সম্পন্ন হলে সিভিল রিভিশন মামলা নং- ৩২৬৩/২০১৩ এর রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগীতা থাকবেনা বিধায় সিভিল রিভিশন নং- ৩২৬৩/২০১৩ মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের না করা;

১৪। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ নং- ১৩ এর (ক) (খ), (ঘ) ও (ঙ) এর বিষয়ে ডিজি, ডিএমই কর্তৃক এবং **(গ)** এর বিষয়ে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক টিএমইডি-কে অবহিতির জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়-কে অনুরোধ করা হলো।

২৭/০১/২০২১

(মো: আ: খালেক মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন: ৪১০৫০১৫৭

বিতরণ:

১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা {**অনুচ্ছেদ নং-১৩ (গ) এর বিষয়ে ব্যস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ**}।
২। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, গার্লস গাইড হাউজ (৭ম ও ১০ম তলা), নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০ {**অনুচ্ছেদ নং-১৩** (ক) (খ), (ঘ) ও (ঙ) **এর বিষয়ে ব্যস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ**}। ।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (উপমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)। ।
৪। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৫। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭। জনাব সেলিনা আকতার, সহকারী শিক্ষিকা, ইউ এম সি দারুস সুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা, ডাক-ইউএমসি জুট মিলস, উপজেলা-সদর, জেলা- নরসিংদী।
৮। অফিস কপি/মাষ্টার কপি।